৩ টি প্রতিবেদন রচনা পর্ব–১

১ বিজ্ঞাপন ও আধুনিক সমাজ

ভূমিকা :-

- "একটা দুটো সহজ কথা
- বলব ভাবি চোখের আড়ে
- জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
- বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে"| _ শঙ্খ ঘোষ

আধুনিক জীবনে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব ও মহিমা অপরিসীম | সংবাদপত্র, দূরদর্শনের পর্দা, পোস্টার, রেডিও, হোর্ড্রিং, হ্যান্ডবিল, মাইক্রোফোন ইত্যাদি কত মাধ্যমের দ্বারা কতভাবেই না বিজ্ঞাপনী প্রচার আমরা আজকাল নিত্যই দেখতে অভ্যস্ত | এখন প্রশ্ন হল বিজ্ঞাপন আসলে কী ? "বিজ্ঞাপন" কথাটির পারিভাষিক অর্থ হল বিশেষভাবে জ্ঞাপন করা | বিজ্ঞাপন হল উৎপদক বা বিক্রেতার তরফ থেকে জনসাধারণের অবগতির জন্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত বিবরণ বা ইস্তাহার | শিল্পবিল্পবের প্র থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে যখন বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা চালু হয়, তখন থেকেই বিজ্ঞাপণ আমাদের সামাজিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে | মনে রাখা প্রয়োজন বিজ্ঞাপনের পিছনে প্রায়শই থাকে বাণিজ্যিক লক্ষ্য | কোনো বিশেষ পন্যের চাহিদা বাড়িয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করাই হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞাপনদাতাদের অভিপ্রায় | তবে শুধু ভোগ্যপণ্য কেন-শিক্ষা, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এমনকি রাজনৈতিক প্রচার আবার জনসচেতনতামূলক ঘোষণাও আজকাল বিজ্ঞাপনের দ্বারা সম্পন্ন হয় |

www.shikshasathi.com

বিজ্ঞাপনের স্বরূপ :-

আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞাপন বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত হয় | সর্বশ্রেনীর ক্রেতা ও উপভোক্তা বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত | রাস্তার ধারে, যানবাহনে, বাড়ির দেয়ালে, সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে, প্রচারপত্রে, সাইনবোর্ডে, দেয়াললিখনে, দূরদর্শনে- সর্বত্রই বিজ্ঞাপনের ঝলমলে ছবি, যা চোখকে আকৃষ্ট করে আবার কখনও মনকে স্পর্শ করে যায় | বিজ্ঞাপনের প্রয়োগ যত বেশি চিত্তাকর্ষক হয়, তত বেশি মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে |

বিজ্ঞাপনের চোখধাঁধানো জগৎ :-

শিল্প ও সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরদিনের | কারণ মানুষ সুন্দরের পুজারী | তাই প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতাই তাদের উৎপাদিত দ্রব্যকে শ্রীমন্ডিত রূপ দান করতে চান | তাতে পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় | শিল্পনির্দেশক এবং ফোটোগ্রাফারের দক্ষতায় সুন্দরী মডেলদের মনোলোভা হাসি যখন কোনো পণ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়, তখন সেই পণ্যের আকর্ষণও হয়ে ওঠে সেই মডেলের সৌন্দর্যের মতোই অমোঘ | এভাবেই শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের প্রভাবে অনেক সময় পণ্যের প্রকৃত গুণাগুণ ও প্রয়োজনীয়তা বিচার না করে বিজ্ঞাপিত পন্য ক্রয় করেন উপভোক্তরা | এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলি কেবল বিজ্ঞাপনের সুবাদেই বিক্রয়যোগ্য হয়ে ওঠে | ক্রেতাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এইসব দ্রব্যের প্রকৃত কোনো চাহিদা থাকে না |

বিজ্ঞাপনের চমকে বিভান্ত মানবসমাজ :-

বিজ্ঞাপন সাধারণত মানুষের প্রবৃত্তিকে কোনো না কোনো উপায়ে নাড়া দেয় | বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করে বিজ্ঞাপিত পণ্যটির চাহিদা এবং বিক্রি বাড়ানো | বিজ্ঞাপনের জৌলুসে ভুলে মানুষ এমন অনেক দ্রব্য ক্রয় করে, যা তার কাছে অত্যাবশ্যক নয় | এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অর্থের অপচয় ঘটে থাকে | এই অর্থের অপব্যয় অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নাড়িয়ে দেয় | তাই দুদ্ধিমান ক্রেতা হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল, কেবল চটকদার বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে কোনো দ্রব্য ক্রয় না করে চিন্তাভাবনা করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যই ক্রয় করা |

www.shikshasathi.com

বিজ্ঞাপনের ভালোমন্দ :-

আজকের অত্যাধুনিক যুগে সারা বিশ্বব্যাপীউৎপাদিত নিত্যনতুন পণ্যসম্ভারের খোঁজখবর পাওয়ার প্রশস্ত উপায় বিজ্ঞাপন | বিজ্ঞাপনই আমাদের জানতে সাহায্য করে পড়াশোনা সম্পর্কিত তথ্যাদি, হালফিলের চলচ্চিত্র, নাটক, সংগীত, সাহিত্য ইত্যাদির খবর | মনোরঞ্জন ও খেলাধুলা জগতের রকমারি ঘটনা ও অনুষ্ঠান সম্পর্কের আমাদের খবর জোগায় বিজ্ঞাপন | এর মাধ্যমে বহু মানুষের পেশার ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয় | জনবিনোদনের এক উৎকৃষ্ট উপায় আজকের বিজ্ঞাপন | বর্তমানে যে কোনো উৎসবের জাঁকজমক ও ব্যাপ্তি বিজ্ঞাপনের দৌলতে অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে | বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণচেতনা তৈরি করতে বা জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেও অন্যতম ভুমিকা পালন করে বিজ্ঞাপন |এসবই বিজ্ঞাপনের ভালোদিকের মধ্যে পড়ে | কিন্তু বিজ্ঞাপনের মন্দ দিকও আছে | প্রথমত বিজ্ঞাপন অনেক সময়েই বিজ্ঞাপিত বস্তু বা বিষয়টি সম্বন্ধে উপভোক্তার মনে মিথ্যে বা ভুল ধারনার ইন্ধন জোগায় | বিজ্ঞাপনের উপর প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আইনানুগ বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে অশ্লীলতা বা বিকৃত রুচিত প্রকাশ ঘটে বিজ্ঞাপনে, যা জনমানসের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে | উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নানান অশুভ ব্যাপারে জনগণকে প্রভাবিত করার ঘটনা বিরল নয় | বিজ্ঞাপনের এই মন্দ দিকটিকে রুখতে দরকার মানুষের শুভ বুদ্ধির উদয় ও আইনি ব্যবস্থাগুলির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন |

উপসংহার :-

আধুনিক সভ্যতা ও জীবনচর্যার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিজ্ঞাপন | একে অস্বিকার বা বর্জন করার প্রশ্নই ওঠে না | বিজ্ঞাপন বিভিন্ন ভুমিকা পালন করার সুবাদে প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতির এক অভিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে | সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি সবকিছুর অনুকুল, রুচিসম্মত, সুন্দর বিজ্ঞাপন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের এমন একটি ব্যাপার, যার প্রয়োজন বহুমুখী |

২

ইন্টারনেটের উপযোগিতা

ভূমিকা :-

ইন্টারনেট আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ | "ইন্টারনেট" শব্দের পারিভাষিক অর্থ হল আন্তর্জালিক সংযোগব্যবস্থা | ইন্টারনেট-এর সম্পূর্ণ নাম ইন্টারনেট ওয়ার্ক | এখানে ডেটা আদান প্রদানের মাধ্যমে অজানা তথ্য বা বিষয় উন্মুক্ত হয় | ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন সামরিক বাহিনীর গবেষণা সংস্থা ARPA পরীক্ষামূলকভাবে 'প্যাকেট সুইচিং' নামে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে | এরপর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার 'ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন' তাকে বাণিজ্যিক রূপ দেয় | ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই ব্যবস্থাপনা সর্বসাধারণের আয়ত্তে আসে এবং বর্তমানে আধুনিক জীবন ইন্টারনেট ছাড়া অচল |

ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনার রূপায়ণ :-

ইন্টারনেট আধুনিক জীবনে গতিদান করেছে |

এই ব্যবস্থাপনা আমাদের ঐতিহ্যশালী যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলিকে পুনর্গঠন করেছে এবং অসম্ভব গতি দান করেছে | ওয়ার্ল্ডওয়াইড ওয়েব, ইলেকট্রিক মেল, ইন্টারনেট ফোন, অডিও-ভিডিও এবং ফাইল ট্রান্সফার পরিষেবা অত্যন্ত গতিশীলতার সঙ্গে এই ব্যবস্থাপনা করে চলেছে | ক্যালিফোর্নিয়ায় আবিস্কৃত 'ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইনড নেমস অ্যান্ড নাম্বার' সংস্থাটি এখন বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সংস্থা |

আধুনিক জীবন ও ইন্টারনেট :-

আধুনিক জীবনে ইন্টারনেটের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না | আধুনিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর উপযোগিতার দিক আলোচনা করা যেতে পারে _

১. নেটওয়ার্ক হিসেবে :- কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের অফিসের কর্মচারীদের যোগাযোগ রাখতে পারে |

২. ম্যধ্যম হিসেবে :- কেবল যোগাযোগ নয়, ব্যাবসাবাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেটের ব্যবহার দেখা যায় |

৩.ব্যাবসাবাণিজ্য :- বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোনো সংস্থা ওয়েবপেজ তৈরি করে নিজ নিজ সংস্থার যাবতীয় বিষয় তুলে ধরে | অনলাইন কেনাকাটাও বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে | অনলাইন ব্যাংকিং, টেলিফোন, বিমান পরিসেবা, হোটেল পরিষেবা সবই ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন দ্রুত পাওয়া সম্ভব |

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে :- শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছে | গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইন্টারনেটের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় | প্রয়োজনীয় ডেটা সংগ্রহ, ইন্টারনেট থেকে পাওয়া ভিডিও বিভিন্ন অজানা বিষয়কে জানতে সাহায্য করে |

৫. বিনোদনের মাধ্যম :- ইন্টারনেটের মাধ্যমে গান, সিনেমা, আড্ডা সবই আজ হাতের মুঠোয় | ফেসবুক, টুইটার, স্কাইপের ব্যবহার বিনোদনকে এনেছে নাগালে | খেলাধুলাও ইন্টারনেটের দ্বারা আমাদের কাছে সহজে পৌঁছে যায় |

৬. সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র :- সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় | সোস্যাল মিডিয়ার সাহায্যে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয় দ্রুত জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যায় এবং জনসাধারণের মধ্যে সংযোগসাধন করতে সাহায্য করে |

৭. গবেষণার ক্ষেত্রে :- গবেষণার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের উপযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ | ইন্টারনেটের সাহায্যে গবেষণা ক্ষেত্রে নানা তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া সহজ ও দ্রুততর হয়ে ওঠে |

সতর্কতা :-

ইন্টারনেটের বহু উপযোগিতা সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হয়তার মন্দের দিকটি | তীব্র আলোর পিছনের অন্ধকারের মতো তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না | ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, স্প্যামিং সমস্যা, ভাইরাস আক্রমণ, ভুল তথ্য, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে মানুষের সতর্ক থাকা প্রয়োজন |

উপসংহার :- মানুষের ব্যবহারের গুণেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবকল্যাণের বিষয় হয়ে ওঠে | মানুষ ইন্টারনেটকে শুভ কাজে ব্যবহার করলে তার সুফল মানবসমাজ, সভ্যতাকে উন্নততর করবে | উন্নততর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ইন্টারনেটের বিকল্প নেই | ইন্টারনেটের উপযোগিতা তাই দিন দিন বাড়ছে |

৩

শিক্ষায় বিজ্ঞানের প্রভাব

www.shikshasathi.com

ভূমিকা :-

বিজ্ঞান যেন আলাদিনের সেই আর্শ্চয প্রদীপ, যার দ্বারা অনায়াসে অসাধ্যসাধন করা যায় | আজকের যুগ হল বিজ্ঞানের যুগ | আমাদের প্রাতাহিক জীবনে বিজ্ঞান হল বিশ্বস্ত সঙ্গী | কৃষি-শিল্প-চিকিৎসার পাশাপাশি শিক্ষাজগতেও বিপুল পরিবর্তন ও উন্নতি সূচিত হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে | বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা অজানাকে জেনেছি, অদেখাকে দেখতে সমর্থ হয়েছি | বিজ্ঞান দূরকে করেছে নিকট, পরকে করেছে আপন | কবির ভাষাতেই বলা যেতে পারে –

"কত অজানারে জানাইলে তুমি

কত ঘরে দিলে ঠাঁই

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু

পরকে করিলে ভাই"

বিজ্ঞান কী :-

বিজ্ঞান কথাটির অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান | নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে স্থাপিত সুশৃঙ্খল যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান | এককথায় বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি সেই বিশেষ জ্ঞানকে, যা আমাদের বিজ্ঞ করে-আমাদের কল্যাণ করে | বিজ্ঞানবুদ্ধি মানুষকে নিয়ে যায় অন্ধকার থেকে আলোর পথে, আর এই আলোর পথেই ঘটে আত্মজাগরণ | তথ্য থেকে সত্য উদ্ধার ও তথ্য দিয়ে সত্য যাচাই হল বিজ্ঞানের মূল কথা | এই বিজ্ঞানই প্রগতি তথা উন্নতির প্রধান হাতিয়ার |

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান :-

সুপ্রাচীন কালের গুরুকুল ব্যবস্থায় বা আশ্রমিক শিক্ষায় জ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থাকলেও বিজ্ঞান সেখানে ততখানি জায়গা করে নিতে পারেনি | কিন্তু আধুনিককালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ভূমিকা অগ্রগণ্য | বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিস্কার শিক্ষার ক্ষেত্রকে করেছে প্রসারিত | বই-খাতা-কাগজ-কলম যা আধুনিক শিক্ষার প্রধান উপকরণ, তা এসেছে

www.shikshasathi.com

বিজ্ঞানেরই কল্যাণে | কেবল পুথিগত শিক্ষা নয়, শারীরশিক্ষা এবং ক্রিড়াশিক্ষার জগতেও আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য |

শিখনসামগ্রী নির্মাণে বিজ্ঞানের অবদান :-

আধুনিক শিক্ষার প্রধান উপকরণ হল বই, যা বিজ্ঞানের প্রধানতম আবিস্কার মুদ্রণযন্ত্রেরই দান | বর্তমানে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক নানা যন্ত্রপাতি পুস্তকনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা গ্রহণ করেছে | শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত শিখনসহায়ক উপকরণগুলি যথা- চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র, মডেল, গবেষণার যন্ত্রপাতি, প্রজেক্টার প্রভৃতি বিজ্ঞানের দানেই পরিপুষ্ট | বর্তমানে কম্পিউটারের সাহায্যেও শিক্ষাদানের বিপুল ব্যবস্থা শিক্ষার আঙিনাকে প্রশস্ত করেছে |

শরীরশিক্ষা ও ক্রিড়াশিক্ষায় বিজ্ঞান :-

আধুনিক কালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান দুই অঙ্গ হল শরীরশিক্ষা ও ক্রিড়াশিক্ষা | শরীরশিক্ষার জগতে বিজ্ঞানের আবিস্কৃত নানান যন্ত্রপাতি ও কৃৎকৌশল বিস্ময়কর ভূমিকা গ্রহণ করেছে | সুস্থসবল শরীর গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেভাবে বিজ্ঞানসৃষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্য পাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য | অত্যাধুনিক কালে শরীরশিক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জিমের ব্যবস্থা আসলে বিজ্ঞানকেই বরণ করে নেওয়া | এ ছাড়া বিজ্ঞানসৃষ্ট খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম ক্রিড়াশিক্ষার ক্ষেত্রেও যুগান্তর সৃষ্টি করেছে |

দূরশিক্ষণে বিজ্ঞানের অবদান :-

বর্তমানে Distance Education বা দূরশিক্ষণের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য | বিজ্ঞানের দৌলতে আজ ঘরে বসেই আমরা বহুদূর থেকে আগত পড়াশোনার উপকরণগুলি সহজেই হাতে পেয়ে যাচ্ছি এবং উপযুক্ত শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ পাচ্ছি |

যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যাশিক্ষায় বিজ্ঞান :-

কারিগরি, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না | নানাধরনের উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, ইন্টারনেট, এক্সরে, শল্যচিকিৎসার অত্যাধুনিক নানা উপকরণ আজকের কারিগরিবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে | শুধু তাই নয় কৃষিবিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে সে কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না |

উপসংহার :-

যে আগুনে আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বালানো হয়, সেই আগুনেই আবার মানুষের ঘর পড়ানো যায় | ঠিক তেমনই যে বিজ্ঞান সুশিক্ষার বহন, ইচ্ছা করলে তাকে কুশিক্ষার ইন্ধনদাতা রূপেও কাজে লাগানো যায় | এর জন্য মানুষকে সচেতন হতে হবে, হতে হবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন | কুশিক্ষার জগৎ থেকে বিজ্ঞানকে সরিয়ে এনে স্থাপন করতে হবে অঙ্গনে | আর তাতেই ঘটবে মানুষের মঙ্গল |

ফ্রিতে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স,জিকে ,মকটেস্ট,বিভিন্ন পরীক্ষার স্টাডি মেটেরিয়ালস ইত্যাদি সমস্ত কিছু পেতে টেলিগ্রামে গিয়ে সার্চ করুন **shikshasathi-শিক্ষা সাথী** যুক্ত হয়ে যান |

যেকোনো পরীক্ষার স্টাডি ম্যাটেরিয়ালসতথ্য বিনামূল্যে পাবার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন:-

www.shikshasathi.com